রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৩, ২০২০

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশাবলি

তারিখ : ১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২৩/৪৫**—জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদ ও অফিসে আদিষ্ট হয়ে বদলি/পদস্থাপন করা হলো :

ক্রমঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/পদস্থাপিত পদ ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	জনাব রাবেয়া সুলতানা উপপরিচালক (অর্থ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।	উপপরিচালক শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহীতে পদস্থাপনের লক্ষ্যে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২৩/৪৮**—জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদ ও অফিসে আদিষ্ট হয়ে বদলি/পদস্থাপন/চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হলো :

ক্রমঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/পদস্থাপিত পদ ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	জনাব সুভাষ চন্দ্র রায় নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আঞ্চলিক কার্যালয়, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, সিলেট।	উপপরিচালক (চঃদাঃ) শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	গ্রেড-৬ পদে চলতি দায়িত্বে পদস্থাপন
২.	জনাব মোঃ আমিন উল্ল্যাহ্ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রাউজান, চট্টগ্রাম।	গ্রেড-৬ পদে চলতি দায়িত্বে পদস্থাপনের জন্য সিজিএ কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হলো।	গ্রেড-৬ পদে চলতি দায়িত্বে পদস্থাপন
৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	উপপরিচালক (চঃদাঃ) রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	গ্রেড-৬ পদে চলতি দায়িত্বে পদস্থাপন

২। পদায়িত কর্মকর্তা/চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ভাতা/দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২৩/৫০**—জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদ ও অফিসে আদিষ্ট হয়ে বদলি/পদস্থাপন করা হলো :

ক্রমঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/পদস্থাপিত পদ ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	জনাব রোনক সুফিয়া আফছারা রহমান চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার সিএএফও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।	পরিচালক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	

২। সিএজি কার্যালয়ের অফিস আদেশে নং-সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২১/২১, তারিখ : ০৬-০২-২০২০ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং-৬ এ বর্ণিত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম এর বদলি আদেশ এতদ্বরা ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হলো।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোসাঃ মাকসুদা বেগম
অতিঃ উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)।

কমিশনার অব কাস্টমস এর কার্যালয়
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ মার্চ ২০২০

নং **২য়/ইটি-৭(২)/বদলি/সিঃকমিঃ/২০১১(অংশ-২)/১০৩৪**—রাজস্ব প্রশাসনে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজনের জন্য অনুসৃত "সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" এর আওতায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট-এর নিচে বর্ণিত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাগণকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত কর্মস্থলে বদলি/পদস্থ করা হলো :

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম ও জন্ম তারিখ	বর্তমান কর্মস্থল	নতুন/বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	জনাব আশিকুল ইসলাম ৩১-১২-১৯৯১	আবগারী ও ভ্যাট বিভাগ, সিলেট। (বড়ছড়া/বাগলী/চারাগাঁও এলসি স্টেশন এ বদলির আদেশাধীন)।	সদর দপ্তর, সিলেট প্রেষণে সমন্বয় সেল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
২.	জনাব নয়ন চন্দ্র রায় ১১-০১-১৯৮১	বড়ছড়া/বাগলী/চারাগাঁও এলসি স্টেশন।	আবগারী ও ভ্যাট বিভাগ, সিলেট।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং বর্ণিত কর্মকর্তাগণ আগামী ১২-০৩-২০২০ তারিখ পূর্বাহ্নে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

তারিখ : ১২ মার্চ ২০২০

নং **২য়/ইটি-৭(২)/বদলি/সিঃকমিঃ/২০১১(অংশ-২)/১০৫৭**—রাজস্ব প্রশাসনে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজনের জন্য অনুসৃত "সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" এর আওতায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট-এর নিচে বর্ণিত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাগণকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত কর্মস্থলে বদলি/পদস্থ করা হলো :

ক্র নং	কর্মকর্তার নাম ও জন্ম তারিখ	বর্তমান কর্মস্থল	নতুন/বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন ১৬-১০-১৯৮২	তামাবিল এলসি স্টেশন : অতিরিক্ত দায়িত্ব, সদর দপ্তর, সিলেট।	সদর দপ্তর, সিলেট। (প্রশাসনিক কারণে সংযুক্ত)।
২.	জনাব রীমা রানী সরকার ১৫-১২-১৯৮৬	সদর দপ্তর, সিলেট।	তামাবিল এলসি স্টেশন : (বিশেষ জরুরি বিবেচনায়)।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

মোঃ মিনহাজ উদ্দিন
যুগ্ম-কমিশনার (চঃ দাঃ)
কমিনারের পক্ষে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : 21 November 2019

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/12737**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, M/S Hedayet and Sons Limited [C-6191] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/12738**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Huqusons Detergent Limited [C-6432] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/12739**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Hides and Skin (Bangladesh) Limited [C-6462] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/12740**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Haque Trading Corporation (Public) Limited [C-6576] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নং **আরজেএসসি/ডি. এন/12741**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Hydroconsult Limited [C-6597] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নং **আরজেএসসি/ডি. এন/12742**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, H.B. International Limited [C-6035] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

MD. ROKIB AHMAD RONY
সহকারী নিবন্ধক
নিবন্ধকের পক্ষে।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : 24 November 2019

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/12748**—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Hotel Mesbah Limited [C-6374] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোন কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

MD. SIRAJ UDDIN
সহকারী নিবন্ধক
নিবন্ধকের পক্ষে।

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
(আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ)

গণবিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১১ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **২৬.০৩.১১০০.০০১.০০.০০৫.০৮৭.১৪/৭০৪৫(৪)**— এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিডি ট্রিমস লিমিটেড ঠিকানা : সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর এর অনুকূলে এ দপ্তর হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত বাণিজ্যিক আইআরসি নং ব-২২১৪৬০, তারিখ : ০৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ এর পরিবর্তে OLM এর মাধ্যমে জারীকৃত বাণিজ্যিক আইআরসি নং-২৬০৩২৬১১০৭৫৩৩১৯ তারিখ : ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। বাতিলকৃত বাণিজ্যিক আইআরসি নং ব-২২১৪৬০, তারিখ : ০৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ এর পরিবর্তে OLM এর মাধ্যমে জারীকৃত বাণিজ্যিক আইআরসি নং-২৬০৩২৬১১০৭৫৩৩১৯, তারিখ : ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ এর অনুকূলে কোন প্রকার আমদানি করলে বা করার চেষ্টা করলে তা বিদ্যমান আমদানি নীতি-আদেশের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।

মোহাম্মদ গোলাম মস্তফা
নির্বাহী অফিসার।

নিবন্ধন অধিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১০৫(১০)**—পটুয়াখালী জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব কার্ত্তিক জোয়ারদার-কে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১০৬(১০)**—বরিশাল জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব রফিকুল ইসলাম-কে পটুয়াখালী জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১০৭(১১)**—যশোর জেলার নোয়াপাড়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব ইউসুফ আলী মিয়া-কে বরিশাল জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১০৮(১০)**—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আকবর আলী-কে উক্ত জেলার চান্দিনা সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১০৯(১২)**—কুমিল্লা জেলার চান্দিনা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব গাজী মোঃ আব্দুল করিম-কে চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাও সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৯(১১)**—কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ নূর-এ-আলম (বদলির আদেশপ্রাপ্ত)-কে মাদারীপুর জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১১(১০)**—বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব নাঈমা সিকিদ্দা-কে উক্ত জেলার নন্দীগ্রাম সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১২(১২)**—বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব নাজমুল হক-কে লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৩(১২)**—নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব ইশরাত জাহান (বদলির আদেশপ্রাপ্ত)-কে পাবনা জেলার বেড়া সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৪(১২)**—পাবনা জেলার বেড়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মাহমুদা ফতেমা-কে খুলনা জেলার দৌলতপুর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৫(১২)**—খুলনা জেলার দৌলতপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন-কে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দঘাট সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৬(১২)**—রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দঘাট সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব শাপলা সুলতানা-কে পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৭(১২)**—পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মিল্লাত হোসেন-কে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৮(১২)**—গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব তৌসিফ আনোয়ার খান-কে ফেনী জেলার পরশুরাম সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১১৯(১১)**—নওগাঁ জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান-কে নাটোর জেলার সিংড়া সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২০(১২)**—গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব খন্দকার গোলাম কবির-কে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২১(১১)**—টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব এ কে এম রফিকুল ইসলাম-কে শরীয়তপুর জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২২(১২)**—চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব রফিকুল ইসলাম-কে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৩(১১)**—চট্টগ্রাম জেলার সদর রেকর্ডরুম সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব কামাল হোসেন খান (বদলির আদেশপ্রাপ্ত)-কে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৪(১১)**—মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব গোবিন্দ সাহা-কে কুমিল্লা জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৫(১২)**—গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব শাহ আব্দুল আরিফ-কে উক্ত জেলার কাশিয়ানি সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৬(১২)**—রাজশাহী জেলার পুটিয়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব এ কে এম মীর হোসেন-কে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৭(১২)**—নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ নাহিদুজ্জামান-কে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৮(১১)**—বগুড়া জেলার কাহালু সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব দোস্ত মোহাম্মদ-কে জয়পুরহাট জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

নং **নিঅ/নিয়োগ/রেজিঃশাখা-১/১২৯(১২)**—নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম-কে বগুড়া জেলার কাহালু সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলি করা হ'ল।

প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হ'ল।

শহীদুল আলম ঝিনুক
মহাপরিদর্শক।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, ঢাকা।
(বিচার শাখা)

গণবিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ চৈত্র ১৪২৬/১৯ মার্চ ২০২০

নং **০৫.৪১.২৬০০.০১১.০৪.০০৬.২০-৫৪৭**—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৩২ ধারা অনুযায়ী আমি আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, জাতীয় সংসদের ১৮৩ ঢাকা-১০ শূন্য আসনের নির্বাচনের তফসিল অনুসারে ২১ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। সে লক্ষ্যে উক্ত নির্বাচনী এলাকায় ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিবসের পূর্ববর্তী মধ্যরাত অর্থাৎ ২০ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে ২১ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো :

(১) ট্রাক; (২) পিক আপ।

২। সে সাথে ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে ২২ মার্চ ২০২০ তারিখ মধ্যরাত পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা করা হলো।

৩। উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট, দেশি/বিদেশি পর্যবেক্ষকদের (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। তাছাড়া, নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি/বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য,

নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক এবং কতিপয় জরুরি কাজে যেমন- এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত, জাতীয় মহাসড়ক (Highways), বন্দর ও জরুরি পণ্য সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরূপ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝালকাঠি।
(এল, এ শাখা)
এল, এ কেস নং ০৫/২০১৭-১৮
[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

ঘোষণা

এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমুহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১৩(২) ধারা অনুসারে ০৫/২০১৭-১৮ নং এল, এ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ঝালকাঠি জেলায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন "১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ঝালকাঠির ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জে, এল ৯৯ নং কৃষ্ণকাঠী মৌজার সর্বমোট ০.২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে অনুমিত হচ্ছে এবং উক্ত জমি প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা : ঝালকাঠি, উপজেলা : ঝালকাঠি সদর, মৌজা : ৯৯ নং কৃষ্ণকাঠী।

খতিয়ান নং (এস, এ)	দাগ নং (এস, এ)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	আংশিক/ সম্পূর্ণ
১৭৬৫ (সৃজিত)	১১১৫	০.৯৬	০.১৯	আংশিক
১৭৬৫ (সৃজিত)	১১১৬	০.৪৩	০.০৬	আংশিক
		মোট =	০.২৫ একর	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা, ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ জোহর আলী
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ।
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
২০১৪ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিবিধ এল এ
মামলা নম্বর ৩/২০১১-২০১২
ফরম-"ঘ"
(৬ নম্বর বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ১৯৮২ ইংরেজী সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নম্বর অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা-মামুদপুর, জে এল নং-৫৮, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
২৩১	১৬২, ২৩৮	০.২৮৩০
৪৫৭	১৬২, ২৩৮	০.০৯৩০
১৩৫	৮২	০.০৫২০
১৩৬	৮২	০.০৫
১৩৭	৮২	০.০৪৫০
১৪০	৮২	০.০৭
১৪১	৮২	০.০০৫০
৪৯৫	৮২	০.১৫৬০
৪৫৮	১৫৯	০.০২৫০
৪৬৬	১৫৯	০.০১
৪৬৫	১৭৬	০.০১
৪৬৪	১৭৭, ২৩৯	০.১৩২০
৪৬৮	১৭২	০.২০
৪৭১	২৪৪	০.১৪
৪৭৩	১৩৭	০.১৭৪০
৫০১	১৬৯	০.০৬৬০
৪৯৮	১৬৯	০.১১৫০
৫১৩	৮৮	০.০৫৪০
৫১১	৪৬	০.০৪৮০
১৪২	১	০.০০৩০
৪৫৫	১	০.০০৫০
২২১	১	০.০১৫০
২৬৫	১	০.০২৯০

মোট : ১.৭৮ একর।

মৌজা-সৌলরী, জে এল নং-৫৭, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
১২৯১	৭৭৫	০.০৪৩০		১২৯২	৫১৫	০.০৬২০		১২৯৫	৬৪৮	০.০৩৬০
১২৯৬	৬১৭	০.০৬		১২৯৭	৬০৯	০.০৪২৫		১২৯৮	৬৪৪	০.০৩
১২৯৯	৬৯৭	০.০৬৫০		১৩০৮	৬১৭	০.১৫		১৩০৯	৬২০	০.০০৫০
১৩১২	৫৩৬	০.০৫		১৩১৩	২৬১	০.০০৫০		১৩২৮	২৪২	০.০৮
১৫০৬	২৪২	০.০০২৫		১৪৪৯	১০১	০.১০৫০		১৪১৮	৫০৬, ৫১১, ৫১২	০.০৩
১৪২০	৬৭১	০.২৪৪০		১৪৫৫	২১৫	০.০০২৫		১৪৫৬	১০৭	০.০৬২০
১৪৫৭	১০৭	০.০৪৬০		১৪৬৪	২১২	০.০২		১৪৪৭	২০২	০.০৭৫০
২২৪৮	২০২	০.০৪৩০		১৪৬৯	২	০.২০		১৪৮৩	২১৩	০.০৬৫০
১৪৭০	২১৭	০.০৩৪০		১৪৭১	২১৭	০.০৪		২২১২	২১৭	০.০২৫০
২৩১৫	২১৭	০.০২৬০		২৩১৬	২১৭	০.০২৮০		২৩১৭	২১৭	০.০২২০
১৪৭২	২০৯	০.০৩		১৪৭৩	২০৬	০.০৬		১৪৭৪	২২০	০.০৬
১৪৭৯	১১৩	০.২৭		১৪৮৬	২১৪	০.০৬৫০		১৪৮৫	১১৪	০.০৫
২২২০	১১৪	০.০০৫০		১৪৮৪	৫১৩, ৫১৪, ৫২০	০.০২		১৪৮৮	২০১	০.১১৫০
১৪৯২	৫৩৭	০.০৭৫০		১৩২৮/১৫০০	৩৪৯	০.১১		১৮২৩	৬৯৯	০.০৭
১৮৬৩	৭৩৩	০.০২		১৯৩৮	৭৩৩	০.০৩৬০		১৮৬৫	৭৩৮	০.০০২৫
১৮৬৬	৭৩৮	০.০২		১৮২২	৭৩৮	০.০৬৬০		১৮৬৯	৭৭২	০.০৭৩০
১৮৭৯	-	০.০৭৭০		১৮৭৭	৫৯৩	০.০২		১৮৮০	-	০.১৩
১৮৮১	৫৩৪	০.০৪		১৮৮২	-	০.০৫৫০		১৯৪৩	৭০১	০.১১৫০
১৯৪৪	৫৯৮	০.১১৩০		১৯৪৫	৫৮৬	০.১৪		১৯৪৬	৭৫৯	০.১৪৭০
১৯৪৭	৭৬৩	০.০৮২০		১৯৪৮	৬৮৩	০.০৯৯০		১৯৪৯	৭২৭	০.০৮৩০
১৯৫০	৭৩২	০.১৩৫০		১৯৫১	৬৯১	০.০১		১৯৫২	৬৯৬	০.১৩৭০
১৯৫৩	৬৬১	০.০০২৫		১৯৭৬	৭০৩	০.১৭৬০		১৯৭৮	৫৯৪	০.১৩৬০
১৯৭৯	৫৩৯	০.০৬২০		১৯৮৪	৭১০	০.০৭		২০৫৬	-	০.০০২৫
১৯৮৫	৭৩৪	০.১৩৫০		১৯৯১	৭৩৪	০.১১		২২১১	-	০.০৬৯০
২২১০	৯৭	০.০৬৬০		২২১৫	-	০.০৬৯০		২২১৬	১৬৫	০.০৩২০
২২১৮	১০৬	০.০৫২০		২২১৯	১৭৬	০.০৫২০		২২২৫	১১৮	০.০৪৯০
২২৩৭	১২৪	০.০৯		২২৩৮	৯৪	০.০৪৭০		২২৩৯	১৩৬	০.০৩৫০
২৩২২	১৩৬	০.০৮		২২৪০	৩১	০.০১		২২৪৬	১৯৬	০.০৪৭০
২৩১৮	১২৯	০.০৩৫০		২৩১৯	১২৯	০.০৩৩০		২৩২০	৩৫	০.০৩৭০
২৩২১	৩৫	০.০৩৩০		২৩৩২	১১১	০.০৬		২৩৩৩	১৬	০.০১
৩০০৮	-	০.০৭		৩০০৫	৪০৪, ৬৮৯	০.০৯৫০		৩০০৬	৪০৪, ৬৮৯	০.০৭১০
৩০১০	৭৮৩	০.০৬		৩০১১	৩৩৩, ৭৮৮	০.০৪৫০		৩০১২	৭৮০	০.০৪২০
৩০১৩	৭৯৪	০.০৯		৩০১৬	৭৯২	০.০৯১০		৩০৩৫	৭৮১	০.১১৫০
৩০১৭	৭৮৪	০.০৯		১৩৩৮	১	০.০১		১৪৫০	১	০.০২
২২০১	১	০.০২		১৪১৭	১	০.০৩		১৮৬৪	১	০.০৫
২০০৪	১	০.০৯২০		১৩১১	৩৬৯	০.১৭৫০			সর্বমোট =	৬.৯৯৫০ একর

মৌজা-ফতেপুর, জে এল নং-৩২, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৯৭০	৩৬১	০.০০৫০
৯৭৫	৩৬১	০.১৪৬০
৯৭৭	৩৬৫	০.০১৬০
৯৭৬	৩৫৭	০.১৫
৯৮২	৩৫৭	০.০৮৫০
৯৭৮	৩৭৮	০.০৭৭০

মোট : ০.৪৭৯০ একর।

মৌজা-মির্জ্জাপুর, জে এল নং-৩৪, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)	এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৫৯৯	৮২	০.১২৫০	৭১৮	৯০	০.১৬
৬০০	১৪২	০.০১	৭১৯	২৭৫	০.০৫৮০
৬০২	৪৯৮	০.২০	৭২১	২৭৬	০.০০২৫
৬০৫	৪৯৯	০.১০	৭২২	৩০৪	০.১১
৬০৬	৪৯৫	০.০৮	৭৩৮	৪৮৯	০.০৭৪০
৬১১	৩৬৭	০.০৯	৬৮৯	৪৪৯	০.৭১০
৬১৪	৪৯৬	০.১৬	৬৭৫	৪৬৮	০.০৬৪০
৬১৮	৩৬০	০.১৭	৬৭৬	১৪৪	০.০১
৬১৭	১১১, ৩৫৩, ৪৭৮	০.০৫৪০	৬৭৭	৪৩৪	০.০৫৮০
৬২০	৪১৪	০.০০২৫	৬৭৮	৪৭১	০.০৭
৬২২	২০৯	০.১০৫০	৬৭৯	৪৩৩	০.০৩
৬২৪	১০৫	০.০০২৫	৬৮০	৪২৪	০.০৯৭০
৬২৬	১০৩	০.০৭৬০	৬৫৬	১	০.০২
৬২৭	৪৮৭	০.০১৬০	৬৯১	১	০.০১
৬২৮	১০৮	০.০৪৭০	৬২৯	৯৭	০.০৮২০
৬৩১	৯৭	০.১২৪০	৬৩২	৯৮	০.০২৬০
৬৭৩	৪৬৭	০.০২	৬৮১	৪২৮	০.০৩৮০
৬৮৭	৪২৬	০.০৮৮০	৬৮৮	৪৩০	০.০১২০
৬২৯	৯৭	০.০৮২০	-	মোট :	২.৪৬২৫

মৌজা-শিবপাশা, জে এল নং-৪১, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
১	৯১, ৯২	০.০৬৪০
২	১২, ৮০	০.০৩
৩	৩৩১, ৩৩২	০.১৩
৪	৩৪৭, ৩৪৮	০.০২২০
৭	২৮৫, ২৮৬	০.২৪৫০
৬	১১৭, ১১৮	০.১৩৩০

মোট : ০.৬২৪০ একর।

মৌজা-পাটলীপাড়া, জে এল নং-৩৮, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
১৫৭১	১৩৬	০.১২৯০
১৫৭৩	১৮৪	০.১০
১৫৭৪	১৮৩	০.০১১০
১৫৭৫	৮৯	০.০১
১৫৭৬	৯৪	০.১৩৭০
১৬১৬	১৯৩	০.০৯৫০
১৬১৫	৫৫৪	০.০৫
১৬১৭	৯২৪	০.০১
১৬২১	৯১৮	০.২২
১৬২২	৩০৭	০.৩৯৩০
১৬৩৮	২০৩	০.১০৮০
১৬৪০	২০১	০.০৩৬০
১৬৪১	১৮৫	০.০৬
১৬৪২	৩২১	০.১১৩০
১৬৪৯	৩২০	০.০৩
১৬৪৫	৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭	০.০১
১৬৪৬	১৯২	০.০৬৬০
১৬৬২	৬৯৯	০.২৭২০
১৬৬৬	৬৯৯	০.০৩৩০
১৬৬৭	৭৬১	০.০৪৮০
১৬৬৮	-	০.০৮৯০
১৬৭২	২৯৭	০.১৭৬০

মোট : ২.১৯৬০ একর।

মৌজা-বাশ হাটিয়া, জে এল নং-৩৭, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নং	এস, এ খতিয়ান নং	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৭৯৯	১৯৩	০.০৮৮০
৮০১	-	০.০৪৫০
৮০২	১৬২	০.১০
৮০৮	১৬৪	০.১৫০
৮১৭	৩৭৮	০.০২৫০
৮২০	২৭৮	০.০২
৮২১	৩৩৫	০.০৯৩০
৮২২	৩৬৯	০.০৭৪০
৮২৩	২৯২	০.০৬
৮২৪	৪৩২	০.১০৫০
৮২৬	২৬২	০.০১
৮২৭	৪২৬	০.১০৪০
৮৪৩	১৮০	০.০০৫০
৮২৮	১৮০	০.০০২৫
৮২৯	৩৬৭	০.১১১৫
৮৩০	২৬০	০.০৮
৮৪৪	২৯৩	০.০৬৬০০
৮০৪	২৬৯	০.০৪৫০

মোট : ১.০৪৯০ একর।

মৌজা-আটপাড়া, জে এল নং-৪০, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৩৪৭৯	৫৭১	০.০৩৮০		৩৫২৬	১৩০৬	০.০৯২০		৪৭০৪	১৩২৫	০.০২৮০
৩৪৮০	৪০৭	০.১৩৯০		৩৫২৯	৫০৭	০.১০		৪৭০৭	৪৪০	০.২০৮০
৩৪৮১	৪০৩	০.১২৫০		৩৫৩০	৫২৫	০.০২		৪৭০৮	৫০২	০.০২৫০
৩৪৮৩	১০২৭	০.১৮১০		৩৫৩৬	৪৯৯	০.০০২৫		৪৭১৬	৩৯৫	০.১১৫০
৩৪৯৩	৯৯৫	০.১০৭০		৩৫৩৫	৪৪১	০.২৬৫০		৪৭১৭	৩৫৭	০.০৭
৩৪৯৪	৬৫৯	০.০৮১০		৩৫৪১	৫৭৪	০.১৯		৪৭১৮	৫৭২	০.০৬৪০
৩৪৯৫	৯০৯	০.০৮৪০		৩৫৪২	৪৩৮	০.০৮৪০		৪৭১৯	৪০০	০.০১
৩৪৯৬	৬৯৩	০.১৫১০		৩৫৬৮	১৩২১	০.০৪৩০		৪৮৩০	৯৩০	০.২১৭০
৩৪৯৭	৯০৩	০.১১৮০		৩৫৬৯	১৩১৮	০.২৮৩০		৪৮৩১	৯১৫	০.১২৫০
৩৪৯৮	৯২৯	০.১১২০		৩৫৭০	১১৩৩	০.১৩		৪৮৩৪	১৩৮৪	০.০৬৩০
৩৫০৪	১৪৫৩	০.০৮৮০		৩৫৭১	১০৮৫	০.০১		৪৮৪৪	১১৪৩	০.১৫
৩৫০৩	১৪১৪	০.০৭৩০		৩৫৭২	১০৪৮, ১০৪৯ ১৭৩৮, ১৭৩৯	০.২৫৪০		৪৮৪৫	৯৬৬	০.১০
৩৫০৮	১৭৬৫	০.০৭		৩৫৭৩	১৯০২	০.০৭৮০		৪৮৪৮	১৩৩০	০.১৮
৩৫০৭	১৮০৭	০.১৫২০		৪৮৩৫	৯১৭	০.০০২৫		৪৮৬৯	১৮২৭	০.০৭
৩৫০৬	৩৫৫	০.০১২৫		৪৮৩৩	৯৩১	০.১৩		৪৮৭০	১৬২২	০.১০
৩৫১৩	১৪৪৩	০.০৬৫০		৪৬৫৮	৯০১	০.০৪৬০		৪৮৭২	১১৪০	০.০৯৭০
৩৪০৩	১৪৬৯	০.১২৯০		৪৬৮৬	৯০৪	০.০৪২০		৪৮৭৭	১৯৪৪	০.০০৫০
৩৪০২	১১৪৪	০.০০২৫		৪৬৮৮	৯১০	০.৩৫		৪৯৭৯	১৮২৭	০.০৪৪০
৩৫১৪	১০৮৪	০.১১		৪৬৮৯	৯০৬	০.০৭৬০		৪৯৮০	১৫২৮	০.১৫৯০
৩৫২৫	১৩০৮	০.১৩৯০		৪৬৯২		০.০১		৪৯৮৭	১৯৪৯	০.০৯১০
৩৫২৪	১৩১৬	০.০১		৪৭০৩	৪১৮	০.১০৩০		৪৯৮৮	১৯৪৬	০.০১৫০
৪৯৯১	১৯৫১	০.০৯৪০		৪৯৯২	১৯৪৭	০.০৪		৩৪৭৭	১	০.০১৬০
৪৯৯০	১	০.০৪		-	-	-			সর্বমোট =	৬.৪২৪০ একর।

মৌজা-নোয়াগাও, জে এল নং-২২, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
২১৪০	৩৬	০.২৬৯০		২১৭৭	৬৭৭	০.০৯
২১৭৮	৯৮	০.০৫৮০		২১৯০	৯৮	০.০৮৩০
২১৯৩	৯৮, ৬১৫	০.০৫		২৩৪০	৯৮, ৬১৫	০.০০২৫
২১৪২	৯৮, ৬১৫	০.১৫		২১৮২	৭৩	০.০০৫০
২১৮৩	৬৮৩	০.০২৫০		২১৮৪	৮১৩	০.১৭১০
২১৯১	৬৯৫	০.১৪১০		২১৯২	৫৮৩	০.০০২৫
২১৯৪	৬৯৩	০.০৭১০		২১৯৫	৭৯৯	০.০৪
২১৯৯	৫৬৮	০.০৬৪০		২২০০	৫৯৮	০.১৭৫০
২২০১	৩৮৩	০.১১২০		২২৩২	৫৫৭, ৫৫৮	০.০১
২২৩৩	৫৪৫	০.২৪৩০		২২৩৬	১	০.০৯
২৩৪৪	৮৫৯	০.১১৫০		২৩৪৯	৪৭	০.০৯৬০

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
২৩৫০	৭১৬	০.১২		২৭১৫	৭৫৩	০.০৭৭০
২৭১৭	৬৭৮	০.০৮		২৭২০	৭৪৬	০.২২
২৭২১	৭১১	০.০৮৭০		২৭২৩	৯৮, ৬১৬	০.১১২০
২৭২৫	৬৫৪	০.০২		২৭২৬	৬৬৫	০.১১২০
২৭২৯	৭০০	০.১৪১০		২৭৩০	৬৮০	০.০৬৫০
২৭৩২	৭২৭	**০.০১**		২৭৩৩	৬৫০	**০.১২**
২৭৩৪	৮৫১	**০.০৭৫০**		২৭৩৫	৮৫২	**০.১৬৫০**
৩১২৭	১৩৩	**০.২৯**		৩১৭৯	৭৩২	**০.০৫**
৩১৮৪	৭৩২	**০.০১**		৩১৭৮	৭৭৫	**০.১৯**
৩১৮৫	৯৮, ৬১৮	**০.১১১০**		৩১৮৬	৭২৭	**০.১৪**
২২২৮	১	**০.০৪**		৩১৩০	১	**০.০৯৫০**
৩১৮৩	১	**০.০৯**			সর্বমোট =	৪.৪৮৩০ একর।

মৌজা-বেজ্জা, জে এল নং-২০, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
২	২০, ২১	০.০৭
৩	২০৭	০.০৯৫০
১	১	০.০৩

মোট : ০.১৯৫০ একর।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মৌজা-রামদেব পাশা, জে এল নং-২১, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
১৯	২৮	০.১১৮০		১৮৫	৬১	০.০১
২০	৩১	০.০৩৯০		১৯৩	১৩৩	০.০৮৫০
১৫	১৫	০.১৮৬০		২০৩	৩৩	০.১২৩০
১৬	৪১	০.০৫		২০৪	৬২	০.১২
২১	৪৪	০.০১৫০		২০৫	২৬	০.০২
৭৭	১৬	০.১২৬০		২০৬	৩৫	০.১৩
৮২	৭৩	০.১২৩০		২১৬	৯২	০.৪০৫০
৭৯	৭৩	০.০১৫০		২/২৬১	৫৬	০.০২২০
৮০	৭৫	০.১০		১	১	০.০৭

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)		এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৮১	৭০	০.০৮৯০		৪	১	০.০১৩০
১১৯	৭০	০.১১৪০		১৮	১	০.০২২০
৮৫	৯৯	০.০০২৫			মোট=	২.৫০৮৫ একর
১১৮	৩০	০.০২৩০				
১২০	২০	০.০৮৯০				
১২২	১৩৮	০.০০২৫				
১৯১	৬, ৬৩, ১১৪	০.০৩৮০				
১৭২	৬, ১১৪	০.০৩৬০				
১৮৩	১৩৬	০.০৭১০				
১৭০	১৩০	০.১২৮০				
১৭১	১৩৫, ১৪৪	০.০৩৯০				
১৭৩	৬১	০.০০২৫				
১৮৪	৬১	০.০৮২০				

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

২০১৪ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিবিধ এল এ
মামলা নম্বর ৬/২০১৩-২০১৪
ফরম-"ঘ"
(৬ নম্বর বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ ইংরেজি সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নম্বর অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা-গর্দ্ধবপুর, জে এল নং-৮, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।

এস, এ দাগ নম্বর	এস, এ খতিয়ান নম্বর	ভূমির পরিমাণ (একরে)
২০৬১	৮, ৭৪	০.২৫৫০
২৫৫৮	৫৯৮	০.০১৫০
২৫৭৩	৫৯৮	০.০২৫০
২৫৩৪	৮, ৭৪	০.৩৬৪০
২৫০১	৮, ৭৪	০.১১৫০
২৫৭৯	৮, ৭৪	০.০৩২৫
২৫৯২	৮, ৭৪	০.০৪
২৬৩৪	৮, ৭৪	০.১৭২৫
২৬৩৩	৮, ৭৪	০.০২৫০
২৬৩৭	৮, ৭৪	০.০৯৭৫
২৬১০	৮, ৭৪	০.৩০
২৫৯৯	৮, ৭৪	০.১০৭৫
২৬২৮	৮, ৭৪	০.০২৭৫
২৫৫৯	৬২১	০.০৩৭৫
২৫৭২	৬২১	০.০০২৫
২৫৬০	৫৪৪	০.০৫১৫
২৫৬১	৫৩৬	০.০১৫০
২৫৬২	৬৫৪	০.০৮১০
২৫৭৪	৫৫৯	০.০৬
২৫৭৫	৬৪৯	০.০১
২৫৯১	৫৩৩	০.০৬৫০
২৫৯৩	৫৩৫	০.০৩
২৫৯৬	৬১২	০.০৬২৫
২৬১১	৬৪১	০.০৩৬০
২০৬১/২০৭০	১	০.০১৫০
২৫৩৬	১	০.০২
২৫৮০	১	০.০১৫০
২৬৩১	১	০.০৮
২৫৭৬	১	০.০০৭৫
২৫৯৫	১	০.০২
২৬২৭	১	০.০২
	মোট=	২.২০৫০ একর।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
এল.এ. কেস নং-০১/২০১৭-১৮
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭
[১৪(২) ধারা মোতাবেক]

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর অধীনে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ০১/২০১৭-১৮ নং এল.এ. কেস সৃজন করে ২০১৮ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল;

এবং যেহেতু, এর জন্য এ পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদান করা হয়নি;

এবং যেহেতু, প্রত্যাশি সংস্থা পক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ (নি: প্র:), সওজ ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, খুলনা অংশ (যশোর) তার কার্যালয়ের ০৭-৬-২০১৮ তারিখে ডব্লিউবিবিআইপি/ পিএম-৩/১৭০ নম্বর স্মারক পত্রে ০১/২০১৭-১৮ নং এল.এ কেসে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ০.১১২০ একর জমির সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রয়োজন না হওয়ায় অধিগ্রহণ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিলের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন;

এবং যেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর ১৪(২) ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বিতরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক যে কোনো সময় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করতে পারবেন;

এবং এ কার্যালয়ের ০৪-১২-২০১৮ তারিখে ৩৩৫(৫)(যুক্ত) নং স্মারকে ০১/২০১৭-১৮ নং এল.এ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিলের পুর্বানুমোদন চেয়ে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়া হয়;

এবং যেহেতু, ভূমি মন্ত্রণালয়, ২৪-০২-২০২০ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৬৮.০৫৫.১৯-৪২ নং স্মারকে ০১/২০১৭-১৮ নং এল.এ কেস বাতিলের আদেশ দেয়া হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ২০১৭ এর ১৪(২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করলাম।

তফসিল

জেলা : কুষ্টিয়া, উপজেলা : কুষ্টিয়া সদর, মৌজা : চৌড়হাস, জে. এল. নং-২২।

আর.এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)
১৬	১৬২১	০.২০০০	০.০১২২
৪৮২	১৬২১	০.২০০০	০.০২৩৮
১৬	১৬৪৫	১.০৫৩১	০.০৩০০
১৬	১৬৪৭	০.৭৮৭৫	০.০৪৬০
		মোট	০.১১২০ একর।

মোঃ আসলাম হোসেন
জেলা প্রশাসক।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২
(১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ)
এল.এ. কেস নং-০৩/১৯৮৪-৮৫
ফরম-ঘ
(৫ নং বিধি)
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

ঘোষণাপত্র

যেহেতু, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে গণ্য হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ নং ধারার ২ নং উপ-ধারার ক্ষমতাবেল আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং তা সর্বপ্রকার দায়মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

জেলা : কুষ্টিয়া, উপজেলা : খোকসা, মৌজা : খোকসা, জে. এল. নং-৩৬।

খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	দাগে মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৭৮	৬৮৯	০.১৯	০.১৯
১৭৮	৬৯০	০.৪১	০.২৭
		মোট	০.৪৬ একর।

জেলা : কুষ্টিয়া, উপজেলা : খোকসা, মৌজা : মির্জাপুর, জে. এল. নং-৩৭।

খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	দাগে মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩, ৪ ও ২৯	১৮৪	১.৫৬	০.৫৪
		মোট	০.৫৪ একর।

০২ টি মৌজায় মোট (০.৪৬+০.৫৪)=১.০০ একর।

মোঃ আসলাম হোসেন
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দোহার, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.৪১.২৬১৮.০০০.০১.০০৯.১৭-১৮৩—ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন ৭নং মুকসুদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪, ৫, ৬ নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য জনাব মোসাঃ জাহানারা বেগম, স্বামী : চাঁন মিয়া, মাতা : মালেকা বেগম, গ্রাম : খাসেরটেক খড়িয়া, দোহার, ঢাকা বিগত ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ রোজ সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)।

এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা অনুসারে তার মৃত্যুজনিত কারণে ৭নং মুকসুদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪, ৫, ৬ নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদটি ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করা হ'ল।

আফরোজা আক্তার রিবা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২১ ফাল্গুন ১৪২৬/০৫ মার্চ ২০২০

নং ০৫.৪২.০৩১৪.০০১.১১.০১০.২০-২৫৬—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ ধারা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য (পদত্যাগ, অপসারণ এবং পদশূন্যতা) বিধিমালা, ১৯৮৪ অনুসারে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি হাবিবুল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন ০৫ নং টংকাবতী ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব মেনইং ম্রো গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ মৃত্যুবরণ করেছেন।

বর্ণিতাবস্থার প্রেক্ষিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ০৫ নং টংকাবতী ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পদটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করলাম।

হাবিবুল হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৮ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.৪৩.৭০৬৬.০০২.০৬.০২৩.২০-২৯৫—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ৭নং চর অনুপনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সাদেকুল ইসলাম (বাচ্চু), পিতা-মুনসুর রহমান, চরবুসুদেবপুর, উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ গত ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুরবণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(১) (ঙ) এর উপ-ধারা মোতাবেক মৃত্যুজনিত কারণে ৭নং চরঅনুপনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর পদটি ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য রয়েছে।

এমতাবস্থায়, আমি মোঃ আলমগীর হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) এর উপ-ধারা ১ মোতাবেক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ৭নং চরঅনুপনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর পদটি ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ আলমগীর হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

সিলেট বন বিভাগাধীন ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২।	এজেন্সী	:	বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
৩।	দরপত্র আহবানকারী	:	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
৪।	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	এস, এম, সাজ্জাদ হোসেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
৫।	কাজের নাম	:	প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়।
৬।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও তারিখ	:	০১/প্রাকৃতিক বাঁশ অব ২০২০ তারিখ : ১৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ
৭।	দরপত্র পদ্ধতি	:	উন্মুক্ত দরপত্র।
৮।	দরপত্র প্রচারের তারিখ	:	১৭-০৮-২০২০ খ্রিঃ।
৯।	দরপত্র সিডিউল ক্রয়ের শেষ তারিখ	:	২০-০৯-২০২০ খ্রিঃ
১০।	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	:	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট/বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা/জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট (টাউন রেঞ্জ) এর দপ্তর হতে (ছুটির দিন ব্যতিত) অফিস চলাকালীন সময়ে।
১১।	দরপত্র জমাদানের স্থান, তারিখ ও সময়	:	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট/জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার/ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট। তারিখ-২১-০৯-২০২০ খ্রিঃ, সময়-বেলা ০১.০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১২।	দরপত্র বাক্স খোলার স্থান, তারিখ ও সময়	:	সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। তারিখ-২২-০৯-২০২০ খ্রিঃ, সময়-বিকাল ০৩.০ ঘটিকা।
১৩।	দরপত্র সিডিউলের মূল্য	:	২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য।
১৪।	দরপত্র দাতার যোগ্যতা	:	সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদার।
১৫।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য	:	দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট/সহকারী বন সংরক্ষক, সিলেট সদর, সিলেট/শ্রীমঙ্গল/হবিগঞ্জ/ সুনামগঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতিত) দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।
১৬।	কাজের বিবরণ (প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল)	:	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত বাঁশ মহাল বিক্রয়ের তফসিল।

শর্তাবলী

১। প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তি হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তির সত্যায়িত আলোকছাপ এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাটের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের/সিডিউলের সহিত দরপত্রের শর্তানুযায়ী যে সকল সনদপত্র/কাগজপত্র দাখিল করিবেন, তাহা যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া না গেলে এবং ভূয়া/জালিয়াতি প্রমাণিত হইলে, দরপত্রদাতার বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরতঃ দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করাসহ দরপত্র দাতার মহালদারী তালিকাভুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৩। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ৩% (শতকরা তিন ভাগ) বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) যে কোন তপশিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না । দরপত্র দাতা মহাল ক্রয়ে অকৃতকার্য হইলে, তাহার বায়নার টাকা যথাসময়ে ফেরৎ প্রদান করা হইবে। কৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে মহালের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে।

৪। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তলিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তপশিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া মহালে প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা/গুণগতমান যাচাই কারিতে হইবে। বাঁশ মহাল পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর প্রজাতিভিত্তি বাঁশের সংখ্যা কম আছে বা ইহার গুণগতমান সম্পর্কে দরপত্র দাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫। দরপত্রের সিডিউল (ছকপত্র) অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও নির্ধারিত সিডিউলে দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় মহালদারী হালনাগাদ তালিকাভুক্তি এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাট সনদপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্রদাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রশিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৬। প্রতিটি বাঁশ মহালের জন্য আলাদা আলাদা দরপত্র (সিডিউল) ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে মহালের নাম উল্লেখপূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৭। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মহালের প্রাক্কলিত সংখ্যক বাঁশ বিক্রয় করা হইবে। কোন অবস্থায়ই প্রাক্কলিত সংখ্যার অতিরিক্ত বাঁশ কাটা বা আহরণ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে দরপত্রদাতা মহাল হইতে বর্ণিত সংখ্যক বাঁশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিত ব্যর্থ হইলে , অনাহরিত বাঁশের উপর দরপত্রদাতার কোন দাবী থাকিবে না এবং ঐ কারণে তিনি কোনরূপ মূল্য রেয়াত বা ফেরৎ দাবী করিতে পারিবেন না।

৮। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে গৃহীত মূল্যের শতকরা ১৫% হারে জামানত বাবদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে তপশিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পাসবহি এর মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদানকরতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামার নমুনা বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট ও সিলেট বন বিভাগের যে কোন রেঞ্জ অফিস হইতে দেখিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা সম্পাদনের পর সফল দরপত্রদাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা যাইবে। জামানতের টাকা কোন অবস্থাতেই কোন কিস্তির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

৯। ৮নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকা (Earnest money) সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিলক্রমে তাহাকে কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয় করিলে, কম মূল্যে বিক্রয়জনিত কারণে সরকারের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহা "সরকারি পাওনা" হিসাবে আদায়ের জন্য ১ম বার সফল দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্রদাতার অন্য কোন মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা/জমা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

১০। দরপত্রদাতা/তালিকাভুক্তি মহালদার বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া কোন অভিযোগ দাখিল করিয়া প্রশাসনিক জটিলতা/বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি করিলে তালিকাভুক্তি বাতিল করাসহ তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের থাকিবে।

১১। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ১৫নং শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধকরতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্রদাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

১২। সফল দরপত্রদাতা চুক্তিপত্রের বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত লংঘন/ভঙ্গ করিলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া মহালটি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে। পুনঃ বিক্রয়ে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, তাহা প্রথমবার দাখিলকৃত সফল দরপত্রদাতার নিকট হইতে বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩। দরপত্রদাতাকে যথেষ্ট স্থাবর/সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক লেনদেনের বিগত এক বছরের হালনাগাদ বিবরণী দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৪। যাহাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মূলতবী রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

১৫। মহালের বিক্রয় মূল্যের টাকা নিম্নবর্ণিত হারে ও সময়ে পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দফায় বর্ণিত হারে বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারা যাইবে।

(ক) এক লক্ষ টাকা বা তার কম মূল্যে বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ১০০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে	১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ৩ (তিন) মাস।

(খ) এক লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৫০% ২য় কিস্তি ৫০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৪ (চার) মাসের মধ্যে	৪০% ১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ০৬ (ছয়) মাস।

(গ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রীত মহাল : যাহাতে ১০ লক্ষ বা তার কম বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০% ২য় কিস্তি ৩০% ৩য় কিস্তি ২০% ৪র্থ কিস্তি ১০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৮ (আট) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ১০ (দশ) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০% মোট সংখ্যার ৬০% মোট সংখ্যার ৮০% সর্বমোট ১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১২ (বার) মাস।

(ঘ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রীত মহাল : যাহাতে ১০ লক্ষের অধিক কিন্তু ২৫ লক্ষ বা তার কম বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০% ২য় কিস্তি ৩০% ৩য় কিস্তি ২০% ৪র্থ কিস্তি ১০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৯ (নয়) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ১২ (বার) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০% মোট সংখ্যার ৬০% মোট সংখ্যার ৮০% সর্বমোট ১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১৫ (পনের) মাস।

(ঙ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রীত মহাল : যাহাতে ২৫ লক্ষের অধিক বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০% ২য় কিস্তি ৩০% ৩য় কিস্তি ২০% ৪র্থ কিস্তি ১০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ১০ (দশ) মাসের মধ্যে মহালের কার্যকালীন সময়ের ১৪ (চৌদ্দ) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০% মোট সংখ্যার ৬০% মোট সংখ্যার ৮০% সর্বমোট ১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১৮ (আঠার) মাস।

মহালক্রেতাকে মহালের কার্যাদেশপত্রে কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অবহিত করা হইবে। ইহা ছাড়া অনিবার্য কারণবশতঃ কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে, কার্যাদেশে উল্লেখিত মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। ১৫নং শর্তে বর্ণিত হারে ও সময়ে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করিলে, মহালের কাজ বন্ধ করার অর্থাৎ বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন বন্ধের এখতিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে ও এইরূপ কাজ বন্ধ করার জন্য ক্রেতা মহালের বাকী টাকা পরিশোধ হইতে রেহাই পাইবেন না। এই জন্য ক্রেতার কোন ক্ষতি হইলে, তজ্জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

১৭। নির্ধারিত সময়ে মহালক্রেতা কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিদিনের জন্য পাওনা টাকার উপর ০.৫% জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন এবং জরিমানা ধার্য করা হইলে, মহালক্রেতা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাঁশ মহাল ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

১৯। ১৬ জুন হইতে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাঁশের প্রজন্ম বৃদ্ধি জনিত কারণে বাঁশ কাটার বন্ধ মৌসুম (Closed Season) হিসাবে নির্ধারিত। এই বন্ধ মৌসুমে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকিবে।

২০। বন্ধকালীন সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই মহালক্রেতাকে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরসহ সকল কাটা বাঁশ মহাল হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। ১৬ জুন তারিখে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কাটা বাঁশ থাকিলে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং বন্ধকালীন সময়ে বাঁশ কর্তন বা অন্য যে কোনো কার্যক্রমের ফলে বাঁশের প্রজননে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এবং কচি বা ডগা বাঁশ নষ্ট হওয়ার জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাহা ছাড়া, বন্ধকালীন সময়ে মহালের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বাঁশ কর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ বাঁশ মহালের বিক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে। ইহা মহালক্রেতা কখনই দাবী করিতে পারিবেন না।

২১। বাঁশ মহালের সমুদয় বাঁশ কার্যাদেশপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তন, আহরণ ও পরিবহন কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মহালক্রেতা মহাল হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম সংখ্যক বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের অজুহাতে পরবর্তীতে সময় বর্ধিত করণের জন্য মহালক্রেতার কোনো আবেদন/নিবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে সীমান্ত গোলযোগের কারণে মহালক্রেতা নির্ধারিত সময়ে বাঁশ আহরণে ব্যর্থ হলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবেন।

২২। মহালক্রেতা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে উল্লিখিত প্রজাতি/সংখ্যার অতিরিক্ত কোনো বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোনো বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করা প্রমাণিত হইলে, উহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং প্রচলিত বন অপরাধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৩। তপশিলে বর্ণিত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রিতব্য/বিক্রয়যোগ্য বাঁশ মহাল হইতে যে কোনো বাঁশ মহাল বাদ দেওয়া বা অনুমোদিত অন্য যে কোনো বাঁশ মহাল অন্তর্ভুক্ত করা বা না করা এবং বিক্রীত কোনো বাঁশ মহাল সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশের পূর্বে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন।

২৪। বিক্রীত বাঁশ মহাল হইতে সিডিউল রেইটে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য (হোম কনজামশন) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পারমিট ইস্যু করিতে পারিবেন, যাহা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৫। বিক্রীত মহালের কচি বা ডগা বাঁশ কাটা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু প্রতি ঝাঁড়ে (Clump) ডগা বাঁশের সাথে ৪ (চার) টি পাঁকা বাঁশ অবশ্যই রাখিতে হইবে। প্রতি ঝাড়ে ৪ (চার) টি পাকা বাঁশ না থাকিলে, প্রতিটি কাটা বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৬। পাকা বাঁশ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাটিতে হইবে। পাকা বাঁশ কাটিবার সময় যাহাতে ডগা বা কচি বাঁশ নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি মহালক্রেতাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং বাঁশ আহরণের সময় যদি কোনো কচি বা ডগা বাঁশ অথবা পাকা বাঁশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রতি বিনষ্ট বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ হারে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। প্রাকৃতিক ভাবে বাঁশ মহালে পুষ্পায়নের পর ফুল ও ফল আসিলে তাৎক্ষণিক বাঁশ মহালের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাইবে।

২৮। মহালের মেয়াদকালীন সময়ে প্রাকৃতিক ভাবে পুষ্পায়নের ফলে মহালের বাঁশ মারা গেলে বকেয়া রাজস্ব মওকুফ করার বিষয়টি বিবেচনা করা বা না করা যথাযথ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে। তবে মহালক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত কোনো রাজস্ব তিনি আর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না এবং ঐ পরিমাণ বাঁশও তিনি কখনই কর্তন/আহরণ/পরিবহনের সুযোগ পাইবেন না।

২৯। কোনো ক্রমেই মাটি হইতে ১′-০″ ফুটের বেশী উঁচুতে বাঁশ কাটা যাইবে না। ১′-০″ ফুটের উপরে বাঁশ কাটিলে এবং এইরূপ কাটা প্রমাণিত হইলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩০। মহালক্রেতা মহালের বাহিরে বাঁশ বা অন্য কোনো বনজদ্রব্য কাটিলে ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা সহ মহাল ক্রয় বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া, মহালের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের কোনো বনজদ্রব্য চুরি হইলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা দায়ী থাকিবেন এবং ইহাতে সরকারের যে ক্ষতি হইবে, ক্রেতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ৮নং শর্তে বর্ণিত ক্রেতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। মহাল এলাকার সীমানা হইতে চতুর্দিকে ১ মাইল পর্যন্ত এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে। তবে চুরির সংবাদ তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে নিকটবর্তী ফরেষ্ট অফিসে জানাইলে এবং অপরাধীকে ধরিতে সাহায্য করিলে উক্ত দায় হইতে ক্রেতাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

৩১। বাঁশ মহালের কর্তিত বাঁশ ডিপোজাত করণের জন্য মহালক্রেতাকে ডিপো স্থাপনের ভূমির ম্যাপ, পর্চাসহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষক এর সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কর্তনকৃত বাঁশ মজুদ করা যাইবে না।

৩২। বাঁশ মহালে অভ্যন্তরে/ভিতরে কর্তনকৃত কোনো বাঁশ রাখা যাইবে না। কর্তনকৃত বাঁশ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-৬ মূলে ডিপোতে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩৩। বাঁশ মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপোতে বাঁশ মজুদের পূর্বে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কর্তনকৃত বাঁশ কোনো অবস্থাতেই খণ্ডন করা যাইবে না। ডিপোতে মজুদকৃত বাঁশ প্রয়োজনে খণ্ডনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় উহার কোনো প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে, প্রতিটি খণ্ডনকৃত বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা উহা দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই সংখ্যক বাঁশ তাহার ক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে।

৩৪। বাঁশ মহাল/বনাঞ্চল হইতে বাঁশ বাহির করিয়া ডিপোতে নেওয়ার সময় বাঁশের প্রত্যেক চালান সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দ্বারা সরজমিনে অবশ্যই চেক করাইতে হইবে। বিট অফিসার বাঁশের চালান চেক করার পর দেওয়া সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরমের অপর পৃষ্ঠায় চেক করা বাঁশের সংখ্যা লিখিয়া তারিখসহ নামীয় সীল ও সই করিবেন। ডিপো হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের সময় রীতিমত ট্রানজিট পাশ নিতে হইবে। উক্ত ট্রানজিট পাশ প্রত্যেক চেক স্টেশনে চেক করাইতে হইবে।

৩৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারি প্রয়োজনে দশভাগ (১০%) বাঁশ সরকারি সিডিউল রেইটে এবং ১০% (দশ) ভাগের ঊর্ধ্বে যে কোনো পরিমাণ বাঁশ সরকারি প্রয়োজনে স্থানীয় রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক যাচাইকৃত স্থানীয় বাজার দরে হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

৩৬। মহালক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত মহালের ভিতর কোনো প্রকার রাস্তা তৈরী করিতে পারিবেন না।

৩৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট-এর অনুমতি ব্যতীত অবিক্রীত বাঁশ মহালের (Closed Coupe/Mohal) ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছড়া বা নালা দিয়া বাঁশ বাহির করা যাইবে না।

৩৮। যে সকল বাঁশ মহালের নাম ছড়ার নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল মহালের বাঁশ শুধুমাত্র মহালের নাম দেওয়া ছড়া দিয়া বাহির করিতে পারিবেন। মহাল ক্রেতা অন্য ছড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৩৯। মহালের মেয়াদ এর মধ্যে মহালে কোনো প্রকার অগ্নি সংযোগ হইলে মহালদার তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহাতে সরকারের কোনো প্রকার ক্ষতি হইলে, মহাল ক্রেতা ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪০। চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে মহালক্রেতা নিজ ক্রয়কৃত মহালের বাঁশ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কোনো দৈব দুর্বিপাকে বা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত গোলযোগে মহালক্রেতার কোনো ক্ষতি হইলে সরকার তজ্জন্য দায়ী হইবে না। এই সমস্ত কারণে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপুরণ দাবী করিতে পারিবেন না, করিলেও উহা আইনগতঃ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪১। মহালের বকেয়া কিস্তির টাকা পাওনা থাকিলে অথবা চুক্তি বাতিল ও পুনঃবিক্রিজনিত কারণে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হইলে, এইসব পাওনা বা ক্ষতি বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারীর মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৪২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফশিলে বর্ণিত সকল মহাল বা যে কোনো মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বিক্রয় নাও করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কোনো ওজর আপত্তি চলিবে না।

৪৩। মহালক্রেতা কেবল মাত্র হান্ডর তৈরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহাল এলাকা হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-শ্রেণীর গাছ (ঘনফুট)/বল্লী (দৈর্ঘ্যফুট) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিতভাবে অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রতি ঘনফুট/দৈর্ঘ্যফুট রাজস্ব মূল্যের তিনগুণ হারে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৪৪। মহালের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মহালদারকে মহালের অভ্যন্তরে নির্মিত হান্ডর ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। যথাসময়ে মহালদার হান্ডর ভাঙ্গিয়া না নিলে, নির্ধারিত সময়ের পরে বিনা নোটিশে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত হান্ডর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং এই হান্ডর ভাঙ্গার কাজে ব্যয়িত অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, মাহলদারের জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

৪৫। মহালক্রেতা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহালের ক্রয়মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর ও ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রতিটি কিস্তির সাথে আনুপাতিক হারে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৬। ৪৫ নং শর্তে বর্ণিত আয়কর ও ভ্যাট এর হার মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিবর্তন/পরিবর্ধন হইলে যে হার নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোনো কর যে হারে নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৭। সর্বোচ্চ বা যে কোনো দর/দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির/কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ কাহারো নিকট কোনো প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৪৮। ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উপরে দরপত্র গ্রহণ করা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

৪৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যদি কোনো মুদ্রণজনিত বা অন্য কোনো প্রকার করণিক ভুল-ত্রুটি যে কোনো সময় লক্ষ্য করা যায় বা ধরা পড়ে, তবে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহাতে কাহারও কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫০। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোনো শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোনো সময় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংরক্ষণ করেন।

৫১। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে এতদ্‌বিষয়ে কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তপশিলে বর্ণিত যে কোনো বাঁশ মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কোনো দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহ্বান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৫৩। এ দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় ও বিক্রয়-উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

৫৪। ইহা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা'২০১১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

"তপশিল"

সিলেট বন বিভাগের ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রয়যোগ্য প্রাকৃতিক বাঁশ মহালের তালিকা

ক্রঃ নং	রেঞ্জের নাম	ফেলিং সিরিজ/ বিটের নাম	কূপ/মহালের নাম	মহাল নং ও সন	এলাকা/মহালের আয়তন (একর/হেক্টর)	বাঁশের প্রজাতি	প্রজাতি ভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা	প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের সীমানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	রাজকান্দি রেঞ্জ	আদমপুর বিট	বাঘাছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০১/বাঘাছড়া/ বাঁশ-২০২০	৬০৯.২৭ একর বা ২৪৬.৬৭ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি ডলু বাঁশ খাং বাঁশ	১,৯৭,৩৩৬টি ৯৭,৬৬২টি ৯৮,১৬৫টি ১৪,৫৯৯টি ৩৯,৭৭০টি	৪,৪৭,৫৩২টি	উত্তরে : ডলুয়া বাঁশ মহাল দক্ষিণে : কুরমাছড়া বাঁশ মহাল পূর্বে : কুরমাছড়া বাঁশ মহাল পশ্চিমে : ২০০৮ সনের বাগান	--
২	রাজকান্দি রেঞ্জ	কুরমা বিট	কুরমাছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০২/কুরমাছড়া/ বাঁশ-২০২০	৩৬৭৬.০০ একর বা ১৪৮৮.২৬ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি খাং বাঁশ ডলু বাঁশ	৫,৬১,২৩০টি ৩,২৬,২১৫টি ২,০৭,৯৫৬টি ১,৯২,৪২১টি ৮৮,৬৯৫টি	১৩,৭৬,৫১৭টি	দক্ষিণে : চম্পারায় ব্লক পূর্বে : ভারত উত্তরে : বাঘাছড়া পশ্চিমে : খাসিয়া পানপুঞ্জি	--
৩	রাজকান্দি রেঞ্জ	কুরমা বিট	সোনারাইছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০৩/সোনারাইছড়া/ বাঁশ-২০২০	২৪৭৮.০০ একর বা ১০০৩.২৪ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি খাং বাঁশ ডলু বাঁশ	৮,৫৭,২৬৮টি ৫,৪৩,৭৫৬টি ২,৮৩,৪১৫টি ১,৭০,০৪৯টি ১,১৩,৮৬৭টি	১৯,৬৮,৩৫৫টি	দক্ষিণে : ভারত পূর্বে : ভারত উত্তরে : চম্পরায়ছড়া পশ্চিমে : ১৯৬৫ সনের পুরাতন বাগান	--
৪	জুরী রেঞ্জ	রাগনা বিট	রাগনাছড়া বাঁশ মহাল	জুরী/০১/রাগনাছড়া/ বাঁশ-২০২০	১০০০.০০ একর বা ৪০৪.৮৬ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ খাং বাঁশ	১৫,৯৪,১৩৭টি ৩,১৫,৭৯১টি ২,১০,৫২৮টি	২১,২০,৪৫৬টি	উত্তরে : ধলাইছড়া বাঁশ মহাল দক্ষিণে : রাগনাছড়া বাঁশ মহাল ও ভারত পূর্বে : রাজকী চা বাগান পশ্চিমে : পৃথিম পাশা একোয়ার্ড ফরেষ্ট ও মুরাইছড়া বিটের সীমানা	--
৫	জুরী রেঞ্জ	পুটিছড়া বিট	পুটিছড়া বাঁশ মহাল	জুরী/০২/পুটিছড়া/ বাঁশ-২০২০	১০০০.০০ একর বা ৪০৪.৮৬ হেক্টর	টেংরা মুলি মুলি বাঁশ মাকাল বাঁশ খাং বাঁশ	১,৭৭,৬৩৩টি ১,৩৪,১১০টি ৮৮,৫৬৪টি ৪৫,০৪১টি	৪,৪৫,৩৪৮টি	উত্তরে : গোগাব্লক দক্ষিণে : সাগরনাল বিট পূর্বে : পুটিছড়া বিট, রত্না চা বাগান পশ্চিমে : মেরিনা চা বাগান	--
৬	জুরী রেঞ্জ	পুটিছড়া বিট	পূর্ব গোগালী বাঁশ মহাল	জুরী/০৩/পূর্ব গোগালী/ বাঁশ-২০২০	১৯০.০০ একর বা ৭৬.৯২ হেক্টর	মাকাল বাঁশ টেংরা মুলি মুলি বাঁশ খাং বাঁশ	৩,৩৬৬টি ২,৮৮৫টি ২,৪০৪টি ১,৯২৩টি	১০,৫৭৮টি	উত্তরে : প্রাকৃতিক বনভূমি। দক্ষিণে : মেরিনা চা বাগান পূর্বে : পশ্চিম গোগালীব্লক। পশ্চিমে : মেরিনা চা বাগান	--

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

আর.এস.এম. মুনিরুল ইসলাম
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

এস,এম, সাজ্জাদ হোসেন
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।